99737 - কোন পুরুষের চরিত্র ও দ্বীনদারিতে আকৃষ্ট হয়ে কোন নারী কি বিয়ের জন্য নিজেকে সে পুরুষের কাছে পেশ করতে পারে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি দ্বীনধর্ম মেনে চলি এমন একজন মেয়ে। আমার বয়স ২৭ বছর। হাফেজে কুরআন। হিফযখানাতে পড়াই। ইলমে দ্বীন অর্জন করি। আমার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে কারণে অনেক যুবক আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তবে যারা প্রস্তাব দেয় তাদের দ্বীনদারির দুর্বলতার কারণে আমি সেসব প্রস্তাব ফিরিয়ে দেই। উপর্যুপরি সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে আমি পারিবারিক চাপের মধ্যে আছি। তাছাড়া নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে আমি আমার সরকারী চাকুরীটিও ছেড়ে দিয়েছি। এতে আমার উপর আরও চাপ বেড়েছে। এখন আমার পরিবার চায় আমি যেন যে কোন ছেলের সাথে বিয়েতে রাজী হয়ে যাই। বিয়ে হওয়াটাই মুখ্য। প্রথাগতভাবে গোত্রের বাইরে বিয়ে নিষিদ্ধ। আমি সম্পদ চাই না, কিংবা সম্পদশালী, বড় পদে চাকুরীজীবী বা সুদর্শন যুবক চাই না। আমি চাই একজন নেকের ছেলে; যে আমাকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে সাহায্য করবে, আমার চরিত্রের হেফাযত করবে। যাতে করে আমি আমার পরিবারের সাথে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই চিন্তা করেছি আমার পরিচিতদের মধ্যে এক যুবককে প্রস্তাব পাঠাব। তার সাথে আমাদের বৈবাহিকসূত্রের আত্মীয়তা আছে। সে একজন চরিত্রবান ও দ্বীনদার যুবক। কুরআনে হাফেয ও তালেবে ইলম। আমি চাই আদব রক্ষা করে আকর্ষণীয় ভাষায় তাকে একটি মোবাইল মেসেজে পাঠাব। এই যুবকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ভুলক্রমে তার মোবাইল নম্বর জেনেছি। এ ইস্যুতে আমি তৃতীয় কোন পক্ষ কিংবা অপর কাউকে জড়াতে চাচ্ছি না। এতে করে এ ইস্যুটি উভয় পক্ষের জন্য সংকটপূর্ণ হয়ে যেতে পারে এবং বিষয়টি জানাজানি হয়ে যেতে পারে। এমন কাউকে পাচ্ছি না যার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি যে, সে বিষয়টি গোপন রাখবে। সুতরাং এক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম কি? দ্বিতীয়ত যে মেয়ে এমন একটি কাজ করতে যাচ্ছে তার ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? যে ছেলেকে এই মেয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিবে সে মেয়ের ব্যাপারে এ পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হতে পারে? আপনারা আমাকে কি পরামর্শ দিবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার উপর তার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দেন। আপনার ইলম, আদব ও লজ্জাশীলতা আরও বাড়িয়ে দেন। আমরা আরও দুআ করছি, আল্লাহ যেন আপনার জন্য একজন সৎ পাত্র সহজে মিলিয়ে দেন। যাতে করে আপনি তার সাথে মিলে সংসার গড়ে তুলতে পারেন।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে চাকুরীটি ছেড়ে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করেছেন। বিয়ের প্রস্তাবক যুবকরা চরিত্রবান ও দ্বীনদার না হওয়ায় তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাও আপনি ভাল কাজ করেছেন। আর এ যুবককে মেসেজে পাঠানোর আগে প্রশ্ন করাও আপনি উত্তম কাজটি করেছেন।

দুই:

বিয়ের জন্য কোন চরিত্রবান ও দ্বীনদার লোকের কাছে নিজেকে পেশ করা নারীর জন্যে হারাম নয় এবং বুদ্ধিমান লোকদের কাছে এটা দোষের কিছু নয়। কেউ যদি এটাকে খারাপ চোখে দেখে তাহলে তার সে দেখাটা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ও অভ্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার অনেক সময় মহিলারা হিংসাবশত এটাকে খারাপ চোখে দেখে। সাবেত আল-বুনানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আনাস (রাঃ) এর কাছে ছিলাম। তাঁর কাছে তাঁর মেয়ে ছিলেন। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে নিজেকে (বিয়ের জন্য) পেশ করে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে? আনাস (রাঃ) এর মেয়ে বললেন: ছি! ছি! তাঁর লজ্জাবোধ কতই কম! তখন আনাস (রাঃ) বললেন: সে মহিলা তোমার চেয়ে উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আগ্রহবশত তিনি তাঁর কাছে নিজেকে পেশ করেছেন।"[সহিহ বুখারী (৪৮২৮)] ইমাম বুখারী এ হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন "সৎ লোকের কাছে কোন নারীর নিজেই প্রস্তাব দেয়া শীর্ষক পরিচ্ছেদ"।

জনৈক সৎ নারী নিজে থেকে মুসা (আঃ) এর সাথে বিয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বলেন: যেমনটি আল্লাহ তাআলা উদ্ধৃত করেছেন, "নারীদ্বয়ের একজন বলল, আব্বু, আপনি তাকে মজুর নিয়োগ করুন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।[সূরা কাসাস, আয়াত: ২৬] তবে আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে- মেয়েটির পিতা তাকে মূসা (আঃ) এর নিকট উপস্থাপন করেছেন। যেমনটি বুঝা যায় এ কথা থেকে "তিনি মূসাকে বললেন: আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে।"[সূরা কাসাস, আয়াত: ২৭]

এটি আপনার অভিভাবকদের প্রতি একটা মেসেজ; যাতে করে তারা আল্লাহকে ভয় করে, গোত্রীয় গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে এবং একজন সৎ পাত্রের কাছে আপনাকে বিয়ে দেয়। অন্ততঃ কোন চরিত্রবান ও দ্বীনদার পাত্রকে যেন তারা প্রত্যাখ্যান না করে। এই সৎ লোকের মেয়েটি ইঙ্গিত দেয়ার পর লোকটি নিজের মেয়েকে মূসা (আঃ) এর কাছে পেশ করলেন। অনুরূপভাবে

জনকৈ সৎ মহলিা ইঙ্গতিে নয়; বরং সরাসরি নজিকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে পশে করছেনে। এ ঘটনাগুলো লজ্জাশীলতার সাথে সাংঘর্ষকি নয়। বরং এ ঘটনাগুলো মজবুত দ্বীনদারি, সংশ্লষ্টি মহলিা ও তার অভভিাবকরে বুদ্ধরি প্রখরতার প্রমাণ বহন কর।ে

আল-মাওসূআ আল-ফকিহয়িযা (৩০/৫০) গ্রন্থে এসছে-

কোন পুরুষরে দ্বীনদারি, মর্যাদা, ইলম, কংিবা বশিষে কোন দ্বীনি বশৈষ্ট্যি বমিোহতি হয়ে কোন নারীর জন্য নজিকেে সে পুরুষরে কাছে উপস্থাপন করা ও পরচিয় তুলে ধরা জায়যে আছ;ে এতে দোষরে কছিু নইে। বরং এটি সে নারীর মর্যাদারই প্রমাণ বহন কর।ে এ বষিয়ে সহহি বুখারীতে সাবতে আল-বুনানী থকেে বর্ণনা এসছে যে, তনিি বলনে: আমি আনাস (রাঃ) এর কাছে ছলিাম... এরপর পূর্ণাঙ্গ হাদসিটি উল্লখে করা হয়ছে।ে সমাপ্ত

তনি:

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা আপনাকে নম্নিলখিতি উপদশেগুলো দচ্ছি; যে উপদশেগুলো আপনার কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১. আপনি সে ছলেকেে সরাসরি মসেজে না পাঠয়িে অপরচিতি অন্য কোন মোবাইল নম্বর থকেে মসেজে করুন। যে নম্বরটি কউে ব্যবহার করে না। এতে করে তাকে পাওয়া আপনার জন্য সহজ হব।ে আপনি তার কাছে এভাবে একটি মসেজে পাঠান যনে কউে একজন আপনার ব্যাপারে তাকে সন্ধান দচ্ছি;ে যদি তার বয়িরে আগ্রহ থাক।ে মনে হবে মসেজেটি এমন এক পক্ষ থকেে পাঠানো হয়ছেে যে ব্যক্তি আপনাদরে উভয়কে চনি,ে এ ময়েটেরি ব্যাপারে সে যনে অবহলো না করে সে বষিয়ে তাকে উপদশে দয়ো। আমাদরে মত,ে সরাসরি প্রস্তাব দয়োর চয়েে এটি উত্তম। কারণ হতে পারে বষিয়গুলো আপনার ইচ্ছামত না আগাতে পার;ে এতে করে আপনার জন্য ও ছলেটেরি জন্য এ বষিয়টি সংকটরে কারণ হব।ে অনুরূপভাবে মানুষ এ গ্যারান্টওি দতিে পারে না যে, সে ব্যক্তি তার বর্তমান এ দ্বীনদাররি উপর সবসময় অটল, অবচিল থাকব।ে তখন সে ব্যক্তি এ বষিয়টি তুলে আপনাকে তরিস্কার করতে পারনে। এ কারণে আলমেগণ "সৎ হওয়া" শর্ত করছেনে; শুধু ইলম থাকা ও কুরআন শরফি মুখস্থ থাকাটা সৎ হওয়ার জন্য যথষ্টে নয়। বরং সৎ হওয়ার অর্থ হচ্ছ-ে ইলম ও কুরআন অনুযায়ী আমল করা, এ দুটরি নর্দিশেতি চরত্রিে চরত্রিবান হওয়া।

২. আপনি যদি তাকে মসেজে পাঠানোর সদ্ধিান্ত ননে সক্ষেত্রে আপনি উপর্যুপরি মসেজে পাঠানো অব্যাহত রাখবনে না। বরং আমরা আপনাকে নর্দিষ্টি একটি বষিয়রে জন্য মসেজে পাঠানোর বধৈতা দচ্ছি। কারণ এ মসেজেগুলো সে ছলেরে কংিবা

আপনার কংিবা আপনাদরে দুইজনরে ফতিনাগ্রস্ত হওয়ার কারণ হতে পারে।

৩. মসেজেরে বষিয়টি অন্য কাউকে অবহতি করবনে না, অন্য কারো সহযোগতিা নবিনে না। আমরা লক্ষ্য করছে িএদকিে আপনি সতর্ক আছনে।

৪. হতে পারে সে ছলেরে পরবিশে পরস্থিতি বিয়িে করার জন্য উপযুক্ত নয়। কংিবা হতে পারে সে অন্য ময়েকেে প্রস্তাব দয়িে রখেছে;ে একাধকি বয়িে করার ইচ্ছা নাই। আপনি যদি তার পক্ষ থকেে এমন কছিু জনেে থাকনে তাহলে বারবার মসেজে পাঠাবনে না। কারণ এ ক্ষত্রেে বারবার মসেজে পাঠানোর কোন কারণ নইে। যহেতেু একবার মসেজে পাঠানোর মাধ্যমইে তার কাছে আপনার বয়িরে প্রস্তাবটি উপস্থাপতি হয়ছে।ে

৫. যদি আল্লাহ তাআলা তার সাথে আপনার বয়িে নর্িধারণ করে না রাখনে; তাহলে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা ঠকি হবে না। কারণ এ ধরণরে উন্মুখতার ভয়াবহতা আপনার অজানা নয়। এটি আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য থকেে দূরে সরয়িে আনব।ে কুরআন মুখস্ত করা ও পুনঃপাঠ থকেে বরিত রাখব।ে ইলম অর্জনরে পথে বাধা সৃষ্টি করব।ে অন্তরে নানা রোগ সৃষ্টি করব।ে গুনাহর দকিে ধাবতি করব।ে

৬. মসেজে পাঠানোর পূর্বে আমরা আপনাকে ইস্তখিারা করে নয়োর পরামর্শ দচ্ছি। মসেজে পাঠানোর পর ও প্রস্তাবটি ছলেকেে জানানোর পরও আমরা আপনাকে ইস্তখিারা করার পরামর্শ দচ্ছি। কারণ কোন মুসলমান জানে না তার জন্য দুনয়িা ও আখরোতরে কল্যাণ কোথায় রাখা হয়ছে।ে এক্ষত্রেে মুসলমান অজ্ঞ ও অক্ষম। তাই সর্ববষিয়ে জ্ঞানবান ও ক্ষমতাবান প্রতপিালকরে কাছে সে দুআ করব;ে যনে তনিি তার জন্য নর্িবাচন করনে এবং যখোনে কল্যাণ আছে সটো তার জন্য সহজ করে দনে, যখোনে অকল্যাণ আছে সটো থকেে তাকে দূরে রাখনে।

৭. জনেে রাখুন, হতে পারে অন্য কোন ছলেে তার চয়েওে উত্তম। তাই আপনি যহেতেু শরয়তিসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে সংবাদ দয়িছেনে, নজিকেে উপস্থাপন করছেনে, আল্লাহর কাছে ইস্তখিারা করছেনে; এরপর আল্লাহ আপনাদরে দুইজনরে মাঝে বয়িে নর্িধারণ করে রাখনেন;ি সক্ষেত্রেে আল্লাহর রহমত থকেে নরিাশ হবনে না। আল্লাহর কাছে দুআ করা ছড়েে দবিনে না। অন্য প্রস্তাবকারী ছলেদেরে মধ্যে চরত্রি ও দ্বীনদাররি শর্ত পূরণে কোন ছাড় দবিনে না। ধর্রৈযরে সাথে আপনার পরবিাররে চাপ সয়ে যান। “সুতরাং কষ্টরে সাথইে তো স্বস্তি আছ,ে নশ্চিয় কষ্টরে সাথইে স্বস্তি আছ।ে[সূরা ইনশরিাহ, আয়াত: ৫-৬]

যদি আপনার মোহরমেদরে মধ্যে এমন কউে থাকে আপনার ভাই বা চাচা... যার সাথে আপনার ঘনষ্ঠিতা আছ,ে তার সাথে

আপনার এ প্রসঙ্গে কথা বলার সুযোগ আছে এবং কথা বললে তিনি দায়িত্ব নিবেন; যেমন অন্য সকল পুরুষ তাদের আত্মীয়াদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতি ব্যতিরেকে দায়িত্ব পালন করে থাকে; আপনার ক্ষেত্রে এমন কাউকে পাওয়া গেলে বিষয়টি অনেক সহজ হবে। এতে করে আর কোন শংকা থাকে না এবং ইনশাআল্লাহ এটি আপনার জন্যেও প্রশান্তিদায়ক হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আপনার জন্য এমন কাউকে পাওয়া সহজ করে দেন।

আরও জানতে 20916 নং, 89709 নং ও 69964 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।